জামায়াতীকরণ-স্বজনপ্রীতির কবলে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক

রিপোর্ট **রাজু আহমেদ**

চারদলীয় জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী জামায়াতের শীর্ষ নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলী, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাপক দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিযোগ উঠেছে। শুধু মন্ত্রণালয়ই নয়, এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাতেও (বিসিক) চলছে একই অবস্থা। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় এবং বিসিকের বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত, কোনঠাসা ও উপেক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে তৈরি করা একটি গ্রেডেশন তালিকার বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

অভিযোগে জানা যায়, শিল্পমন্ত্রী হওয়ার পর মতিউর রহমান নিজামী শিল্প মন্ত্রণালয়ে জামায়াতের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি এর অধিভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলোতেও জোরেশোরে জামায়াতীকরণ ও স্বজনপ্রীতি শুরু করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের (বিএসটিআই) নাম উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশেই এসব করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে চারদলীয় জোটের জয়লাভের পর বিভিন্ন মহলের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী জামায়াতের মওলনা মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী এবং আলী আহসান মুজাহিদকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরমধ্যে প্রথম জন সাংসদ হিসেবে এবং শেষের জন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হন।

জানা গেছে, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই জোটের দ্বিতীয় প্রধান শরিক জামায়াতের দুই মন্ত্রীই 'ক্ষমতার অপব্যবহার' শুরু করেন। পরিকল্পিতভাবেই তারা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরে দলের বর্তমান ও সাবেক নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বসিয়ে একচ্ছত্র জামায়াতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। তারা প্রশাসন তথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘকাল চুপ মেরে থাকা জামায়াতপন্থীদের নানা কায়দায় কৃষি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন সব প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদে এমনকি মাঠ পর্যায়েও কৃষি উপকরণ বিতারণের দায়িত্বসহ বিভিন্ন পদে দলীয় লোকদের বসাতে থাকেন। জামায়াতের কৃষক সংগঠন চাষী কল্যাণ ফেডারেশনকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শক্তিশালী করারও উদ্যোগ নেন নিজামী।

চারদলীয় জোটের অন্য দুই শরিকের চেয়ে জামায়াতের শক্তিসামর্থ্য-সমর্থন ও সরকারের ওপর প্রভাব বেশি থাকায় জামায়াতীরা এই জোটে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় সব সময়ই এগিয়ে। তবে এক পর্যায়ে জামায়াতী মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহে ব্যর্থতা ও বহুল আলোচিত গম কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। সে সময় তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তের দাবিও ওঠে। কিন্তু জোট রাজনীতিতে জামায়াতের আধিপত্যের কারণে বিএনপি তা না করে মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়।

জানা গেছে, শিল্পমন্ত্রী হয়ে প্রথম পদক্ষেপেই নিজামী প্রশাসনিক জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সচিব হিসেবে নিয়ে আসেন করে ড. আইয়ুব কাদরীকে। যিনি এক সময় জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সক্রিয় নেতা ছিলেন বলে জানা যায়। অথচ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের দুটি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকলেও পছন্দমতো লোক না পাওয়ায় কাউকে আনা হয়নি। জামায়াত ঘরানার বাইরের কেউ এ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যাতে আইয়ুব কাদরীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে না পারে সে কৌশল হিসেবে এ দুটি পদে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে মনে করেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

একইভাবে ৬ মাস আগে শিল্পমন্ত্রীর পিএস পদের কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে অন্য মন্ত্রণালয়ে চলে গেলেও দলীয় লোক না পাওয়ায় দীর্ঘদিন পদটি খালি রাখা হয়। এই অবস্থায় এপিএসের দায়িত্ব পালনকারী জামায়াতি আদর্শের কর্মকর্তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। শিল্পমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তাও একজন সক্রিয় জামায়াত কর্মী বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিসিকে দলীয় লোকদের বসাতে ও সুযোগ দিতে ইতিমধ্যে প্রচলিত সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এ সংস্থার কর্মকর্তাদের গ্রেডেশনের জন্য একটি নতুন তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে। এটাকে জামায়াতের দলীয় লোক ও স্বজনদের সুবিধা দেওয়ার আরেকটি গভীর নীল-নকশা হিসেবেই দেখছেন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এই নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের অভ্যন্তরে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। তাদের অভিযোগ, ১৫-২০ জন জামায়াতী কর্মকর্তাকে অনৈতিক সুবিধা দিতে বিসিকের প্রায় দেড় হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর নতুন এ গ্রেডেশন চাপিয়ে

শিল্পমন্ত্রী হয়ে প্রথম পদক্ষেপেই নিজামী প্রশাসনিক জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সচিব হিসেবে নিয়ে আসেন করে ড. আইয়ুব কাদরীকে। যিনি এক সময় জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সক্রিয় নেতা ছিলেন বলে জানা যায়। অথচ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের দুটি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকলেও পছন্দমতো লোক না পাওয়ায় কাউকে আনা হয়নি

দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন গ্রেডেশন তালিকাটি নানা অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে চাকরিরত যোগ্য কর্মকর্তাদের নিচের দিকে রেখে বিভিন্ন প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী জামায়াতীদের ওপরের পদসমূহ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এতে। নতুন গ্রেডেশনে মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) পদমর্যাদার ২৮ জন তালিকাভুক্ত কর্মকর্তার মধ্যে প্রথম দিকের ১৩ জন এবং উপব্যবস্থাপক (ডিএম) পদের প্রথম ৭ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। অথচ রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত না হলেও রাজস্বভুক্ত সমমানের পদে অধিষ্ঠিত অনেক কর্মকর্তাকে বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র দলীয় আদর্শের বিবেচনায় এদের তালিকার প্রথম সারিতে স্থান দেয়া হয়েছে। যেমন- ডিজিএম তালিকায় সালেহ উদ্দিন আহমেদ নামের যে কর্মকর্তাকে প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে তিনি এখনো রাজস্ব খাতেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। তিনি যে প্রকল্পে কাজ করেছেন সেটির মেয়াদ ১৯৯৬ সালের ৩০ জুন শেষ হয়ে যায়। পরে আরো কিছু প্রকল্পে তিনি কাজ করেন, এই যা। এ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফজরুল ইসলাম কাজ করতেন খুলনা-সাতক্ষীরা প্রকল্পে, যা গত বছরের ১ জুলাই শেষ হয়ে গেলেও তিনি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হননি। ইতিপূর্বে ১৯৯৯ সালে যে গ্রেডেশন তালিকা করা হয়েছিল তাতে এ দুজনের নামই ছিল না বলে অভিযোগ আছে। তালিকার ৩ নম্বরে থাকা মোঃ ময়নাল এক সময় নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। চাকরিতে যোগদানের বয়স শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৭ সালে তাকে একটি প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের তালিকায় একেবারে নিচের দিকে থাকা কর্মকর্তা ফরিদউদ্দিন আহমেদকে এবার অনেক কর্তকর্তাকে ডিঙিয়ে তালিকার ৪ নম্বরে স্থান দেয়া হয়েছে। এর পরের তিনটি স্থানে থাকা এমএ মোতালিব, মাসুদুর রহমান ও হারুনুর রশিদ ভুঁইয়া ১৯৯৯ সালে এজিএম হিসেবে গ্রেডেশন পেয়েছিলেন। এ তিনজন ২০০১ সালে পদোন্নতি পান। ১৯৯৬ সালে পদোন্নতি পাওয়া অনেক কর্মকর্তা তালিকার শেষদিকে স্থান পেয়েছেন।

বিসিকের কয়েকজন কর্মকর্তা প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, প্রচলিত রীতিনীতি মেনে গ্রেডেশন তালিকা করা হলে প্রথম স্থানে থাকবেন সৈয়দ সালেহ আহমেদ নামের একজন কর্মকর্তা। অথচ নতুন তালিকায় তাকে ৮ নম্বরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। একইভাবে ডিএম পদের গ্রেডেশন তালিকায়ও স্বাভাবিকভাবে প্রথম স্থানের দাবিদার কর্মকর্তাকে রাখা হয়েছে ৮ম স্থানে। অভিযোগ রয়েছে, এ তালিকার ওপরের দিকের ৮-১০ জন জামায়াতি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এছাড়া ইতিমধ্যে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদেরও নতুন তালিকায় স্থান দেয়া হয়েছে।

> **চারদলীয় জোটের অন্য দুই শরিকের চেয়ে জামায়াতের শক্তিসামর্থ্য-সমর্থন ও সরকারের ওপর প্রভাব বেশি থাকায় জামায়াতীরা এই জোটে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় সব সময়ই এগিয়ে। তবে এক পর্যায়ে জামায়াতী মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহে ব্যর্থতা ও বহুল আলোচিত গম কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। সে সময় তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তের দাবিও ওঠে। কিন্তু জোট রাজনীতিতে জামায়াতের আধিপত্যের কারণে বিএনপি তা না করে মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়**

জানা গেছে, শুধু জামায়াত রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতরাই নন, এমনকি তাদের আত্মীয়স্বজনরাও এখন শিল্প মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক সুবিধাভোগী। যেমন- বহু সিনিয়র ও যোগ্য কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে জামায়াতের মহিলা মজলিশে শূরার সদস্য ও সংসদে সাবেক নারী আসনের সদস্য হাফেজা আসমা খাতুনের জামাতা আফাজউদ্দিন, জামায়াতের অঙ্গসংগঠন ফোরাম ফর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টের মহাসচিব আল আমীন, কুমিল্লা জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের ভায়রা মাহবুবুর রহমান ও ছোট ভাই হাবিবুর রহমান, শিল্প সচিবের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মাসুদুর রহমানসহ জামায়াতি ঘরানার বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেডেশন তালিকায় স্থান দেয়া হয়েছে। এছাড়া আল-আমীন ও হাবিবুর রহমান নামে দুজন কর্মকর্তা সরকারি চাকরিতে বহাল থেকেও জামায়াত রাজনীতিতেও সক্রিয় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এ বছরের ২ জুন শিল্প মন্ত্রণালয় প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে বিসিকের কাছে ওই গ্রেডেশন তালিকাটি পাঠায় (স্মারক নম্বর এসএইচআইএম/এসএইচওএসএইচ, বিএসসিআইসি, /৪/২০০৫/১০৮)। পরবর্তীতে বিসিকের পরিচালনা পর্ষদের একটি বিশেষ সভা ডেকে এ তালিকা অনুমোদন করা হয়। অথচ সরকারের অনুমোদন তথা বিসিকের চাকরি প্রবিধিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন ও অনুমোদনের চূড়ান্ত ক্ষমতা এই সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের ওপর ন্যস্ত। পর্ষদে অনুমোদনের পর তালিকাটি শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানোই নিয়ম। কিন্তু এবার নিয়মটি না মেনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জামায়াতি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তালিকা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন করে বিসিকের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী বিসিকের ছয়জন ডিজিএম তালিকাটিকে নিয়মবহির্ভূত দাবি করে এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত গ্রেডেশন তালিকার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন।

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, শুধু বদলি-পদোন্নতি ও গ্রেডেশনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থার বিভিন্ন সম্পদও অবৈধভাবে ব্যবহার করছেন। জামায়াতপন্থীরা ব্যক্তিগত ও দলীয় কাজে বিসিকের ৬টিসহ বিভিন্ন সংস্থার অনেকগুলো গাড়ি ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে বিসিকের ঢাকা-ঘ-১১-০০২৫ নম্বর গাড়িটি মন্ত্রীর দপ্তর ব্যবহার করছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের কর্মকর্তারা আরো বলেন, জামায়ত 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই'– এ ধর্মীয় স্লোগানটি ব্যবহার করে জনগণকে ভোলাতে চাইলেও এর পেছনে আসলে তাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই নিহিত আছে। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তারা যে শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতিই করছেন তা পরিস্কার। যেমন– ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের সম্ভাবনায় তারা শেখ হাসিনাকে ঠেকাতে তখণ 'নারী নেতৃত্ব হারাম' বলে ফতোয়া দিলেও পরবর্তীতে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নেতা মেনেই জোট বাঁধে এবং সরকারের অংশীদার হয়!